দৈনিক
নবকিলাব

তারিখ ... 19 JUL 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৪ ...

নবগঠিত ছাত্রদলের ঢাবি শাখার আহবায়ক কমিটি নিয়ে বিভিন্ন মহলে বিতর্ক

অযোগ্য অস্ত্র মামলা নারী কেলেংকারিতে জড়িতসহ ছাত্রলীগ কর্মীদের অন্তর্ভুক্ত করার অভিযোগ

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার : নবগঠিত ছাত্রদলের ঢাবি শাখার আহ্বায়ক কমিটি নিয়ে বিভিন্ন মহলে বিতর্ক দেখা দিয়েছে। অযোগ্য, অদক্ষ, অস্ত্র মামলা, নারী কেলেঙ্কারীতে জড়িত ছাত্রলীগের কর্মীদের দ্বারা কমিটি গঠন করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছে টুকু-আলিম সমর্থিত নেতা-কর্মীরাই। তারা বলছেন, কেন্দ্রীয় কমিটিতে যারা স্থান পেয়েছেন তাদের দক্ষ ও পরিপক্ব মনে হলেও এই কমিটি গঠন নিয়ে তাদের দক্ষতার পরিচয় ধূলায় মলিন হয়ে গেল। আর অভিযোগ উঠছে বিগত দিনগুলোতে যারা আন্দোলন সংগ্রাম করে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে, তাদেরই কমিটি থেকে বাদ দেয়া হয়েছে। কমিটিতে বিভিন্ন হলের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকদের যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ নেতাদের রাখা হয়েছে। যাদের অনেকেই বিভিন্ন রকমের অভিযোগের দায়ে অভিযুক্ত। ২০ সদস্যের এই কমিটির আহ্বায়ক করা হয়েছে সাবেক কেন্দ্রীয় আইন সম্পাদক আব্দুল মতিনকে। যিনি ১৯৯৬ সালে রাজধানীর একটি এলাকা থেকে একাধিক অস্ত্রসহ একটি ডাকাতি মামলায় গ্রেফতার হয়েছিলেন। ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসার ছাত্র হওয়ায় তার সঙ্গে শিবির কানেকশনের অভিযোগ রয়েছে, এছাড়া ইডেনের 'ক' আদ্যাক্ষরের জনৈক নেত্রীর সঙ্গে লিভ টুগেদার করার পর বিয়ে না করার অভিযোগ রয়েছে। এ ব্যাপারে আব্দুল মতিন বলেন, এ ধরনের অভিযোগ প্রতিপক্ষ উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে উত্থাপন করছে।

অন্যদিকে যুগ্ম আহবায়ক ওবায়দুল হক নাসিরের ব্যাপারে যে সব প্রচারণা চালানো হচ্ছে তার মধ্যে বিবাহিতসহ একাধিক সন্তানের জনক, এলিফেন্ট রোডে বড় ধরনের টেইলারিং ব্যবসা, টাস্কাইল এলাকায় ঠিকাদারিসহ বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপন করা হয়।

যুগ্ম আহবায়কদের অধিকাংশের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ রয়েছে। যুগ্ম আহবায়ক মহিদুল হাসান হিরু ২০০১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ছাত্রলীগের কর্মী হয়ে ছাত্রদলের মিছিলে গুলী করে। মাসুদ খান পারভেজ ভূমিহর হওয়া সত্ত্বেও তাকে অনেক সিনিয়রদের আগে দেয়া হয়েছে। আব্দুল ওহাবের বিরুদ্ধে অদক্ষতা ও আলিম গ্রুপের একনিষ্ঠ কর্মচারী হিসেবে তাকে অনেকে অবহিত করেন। আসাদের বিরুদ্ধে ছাত্রলীগ কর্মীরও অভিযোগ রয়েছে। ছাত্রলীগের এস রহমান হলের তৎকালীন কেন্দ্রীয় শিক্ষা সম্পাদক মাহফুজুর রহমানের ক্যাডার ছিলেন। ৮টি রাইফেল নিয়ে মাহফুজের নেতৃত্বে সে হল দখল করে। ছাত্রদলের অনেক নেতাকর্মীকে সে হল থেকে বের করে দেয় এবং তৎকালিন ডিসি একে আজাদ চৌধুরী খবর পেয়ে হলে এসে তাদের হল ছাড়া করে। আরবীর ছাত্র আহমেদ সাইয়ুম ব্যক্তিত্বহীন, বাচাল ও শিবির কানেকশনের অভিযোগ রয়েছে। রেজিনের নেতৃত্বের গুণাবলী এবং দক্ষতা থাকলেও মাথা গরম প্রকৃতির হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। শাহনূর নাসিমের বিরুদ্ধে অন্যসব অভিযোগ ছাড়াও ১/১১'র পট পরিবর্তনের পর তিনি দেশের বাইরে পাড়ি জমান। অনিক আলিমের একান্ত ঘনিষ্ঠজন হিসেবে পরিচিত। তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন মাদক ব্যবসা ও নানা অপরাধের অভিযোগ রয়েছে। সেতু এস.এম হলের সাধারণ সম্পাদক থাকা কালে অদক্ষতার প্রমাণ দিয়েছে বলে অনেকে অভিযোগ করছে। ২০০৮ সালে হল ছাত্রলীগের সঙ্গে আঁতাত করে হলের দায়িত্ব ছাত্রলীগের হাতে হস্তান্তর করেন। কাজী মোকতার হোসেন দলে সংস্কারপন্থী হিসেবে পরিচিত। তিনি এক সময় খালেদা জিয়ার ছবি ভেঙে তার উপর ধিক্কার দিয়েছেন। বায়েজিদ আরেফিনের বিরুদ্ধে ছাত্রলীগ করার অভিযোগ রয়েছে। তিনি ছাত্রলীগের হয়ে ছাত্রদলের নেতাদের মারধর করেন। নাজিম মাহমুদের বিরুদ্ধে ২০০৪ সালে বঙ্গবন্ধু হলে খালেদা জিয়া এবং জিয়াউর রহমানের ছবি ভেঙে ফেলার অভিযোগ রয়েছে। তখন তিনি আলিম গ্রুপের একনিষ্ঠ কর্মী ছিলেন। মাহফুজ আর গোলাম মোরতুজা জুনিয়র হওয়ায় তাদের কেউ চিনেন না এবং তাদের বিরুদ্ধে নানা অপরাধের অভিযোগ রয়েছে।

জানা গেছে, সর্বকালের সব রেকর্ড ভঙ্গ করে একজন আহ্বায়কের নেতৃত্বে ১৯ জন আহ্বায়ক নিয়ে এই কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটিতে ছাত্রলীগের হয়ে হাত্রদলের মিছিলে গুলী বর্ষণকারীসহ সরকারে থাকাকালে চাঁদাবাজি, মাস্তানি ও অস্ত্রবাজিসহ বিভিন্ন অভিযোগে অভিযুক্তরা স্থান পেয়েছে। কমিটিকে এমনভাবে গ্রুপিং করা হয়েছে যে, আশীর্বাদপুষ্ট হওয়ায় জুনিয়রদের পদাধিকার দেয়া হয়েছে। নিচে ঠেলে দেয়া হয়েছে সিনিয়রদের। কমিটিতে একজন মাত্র নারী সদস্য রয়েছেন।